সময় পরিবর্তন

ডিসেম্বর, ২০২০ | বর্ষ ১৭ | সংখ্যা ১২

১২

আসছে দু'টি বাংলা নিউজ চ্যানেল

— সৈকত মাইতি

১৬

পুজোর আগে ট্রেন না চালানো মমতার মাস্টারস্ট্রোক

— সুপ্রিয় ঠাকুর

১৭

করোনা সংক্রমণ আর ভীতি এখন শুধুই শহরাঞ্চলে

— অরিন্দম মজুমদার

সম্পাদক : **দেবাশিস দত্ত**

মুখ্য উপদেষ্টা : **কল্যাণ সরকার**

সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপন দপ্তর : ১৭০, শান্তিপল্লী, চতুর্থ তল,
(কসবা নিউ মার্কেটের বিপরীতে) কলকাতা - ৭০০ ১০৭
টেলি ফ্যাক্স : ২৪৪১ ৮১১৪
ই-মেল : editorsamayparibartan@gmail.com
samayparibartan@yahoo.co.in
ওয়েবসাইট : www.samayparibartan.com

'সময় পরিবর্তন'-এর পরিবেশক :
কে কে পুরী নিউজ ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড
৯ ডেকার্স লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ মো : ৯৮৩১০১২০৮৪

দিল্লি ও ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ টাকা।
স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক

অশোককুমার রায় কর্তৃক ২৯, বি ডন রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক রোমান প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭, আন্দুল রোড, হাওড়া - ৭১১ ১০৯ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুদ্রিত।

৪ সম্পাদকীয়

৫ পাঠকের মতামত

৭ শিল্পী সৌমিত্র আমাদের হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন
— পবিত্রমোহন বিশ্বাস

৮ তৃণমূলকে সব দিক থেকে ঘিরে ধরার পরিকল্পনা বিজেপির
— জিৎ সান্যাল

১০ বাঙালির মন পেতে গাঙ্গুলি পরিবারকে পাশে চাইছে বিজেপি
— সম্পদ চক্রবর্তী

১৩ অমিত মিত্রর মায়ের নামে দেশে মহিলা হিসেবে সর্বপ্রথম রেল স্টেশনের নামকরণ — দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯ মস্তিষ্কে হানা জালিয়াতদের! — গৌতমরঞ্জন বসু

২১ অর্ণব গোস্বামীর জামিনে বিজেপি-যোগ?
— রিমা গঙ্গোপাধ্যায়

২৭ নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য-১০ — অরূপ বসু

৩১ 'ঘনাদা'কে নিয়ে এক 'বৈপ্লবিক আন্দোলনের' সূচনা
— গৌতমরঞ্জন বসু

৩৪ করোনাকালে গ্রুপ থিয়েটার কতটা ক্ষতিগ্রস্ত? — অভিজিৎ সাহা

৩৮ এখন যাঁরা বলিউডে যাচ্ছেন তাঁদের কারও 'উদ্দেশ্য' অন্য
— রিমা গঙ্গোপাধ্যায়

৪১ করোনা বিধি মানা দূর অস্ত, উল্টে বাংলা সিরিয়ালে ওয়েবের ছায়া
— কোয়েল দাস

৪৩ শাস্ত্রীর মদতে রোহিতের বিরুদ্ধে চক্রান্তে বিরাট
— সম্পদ সান্যাল

৪৪ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলিকে দলে না রাখাই উচিত ছিল
— অমিত রায়

৪৫ ইস্টবেঙ্গল-শ্রী সিমেন্টের চুক্তিপত্র নিয়ে নতুন বিতর্কের ত্রাতা সেই মমতা— সম্পদ সান্যাল

৪৬ চ্যাপম্যানের অকালমৃত্যু দেখিয়ে দিল ভারতীয় ফুটবলের অন্ধকার দিক
— সম্পদ সান্যাল

‘ঘনাদা’কে নিয়ে এক ‘বৈপ্লবিক আন্দোলনের’ সূচনা

গৌতমরঞ্জন বসু

‘রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা’

শুরুর কথা

কবি কতদিন আগে বলেছিলেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ সেই ঘটনাটা ঘটল। মার্কিন দেশে প্রবাসী এক বিজ্ঞান শিক্ষক শুরু করলেন এক আন্দোলন। আসছি তাঁর কথায়। তবে তিনিও ভাবেননি এই শহরে এখনও কিছু মধ্যবয়সী এবং প্রৌঢ় মানুষ উঠে পড়ে লাগবেন তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। কারণ তাঁর সেই স্বপ্নটা তো এঁদেরও স্বপ্ন। প্রবাসী মার্কিন নাগরিক শুধু সলতে’তে আগুনটা দিয়েছেন। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা, যে প্রায় স্বয়ংক্রিয় সেই উদ্যোগ টেনে আনছে নানা পেশার বিভিন্ন মানুষজনকে। তিনটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকাশক, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারী, চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত নানা পেশার মানুষজন। সকলেরই মিলিত হবার কেন্দ্র একটাই— সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের অমর সৃষ্টি ‘ঘনাদা’। না দেখলে বিশ্বাসই হতো না যে এই বাংলায় এখনও এত ঘনাদা-প্রেমী মানুষজন আছেন। আমরা এই ‘ঘনাদা ক্লাব’-এর প্রতিটি কার্যক্রমের বিষয়ে আসব। তার আগে জানিয়ে রাখা ভাল ঘনাদাকে নিয়ে এই বারই প্রথম কিন্তু এ শহরে আলোড়ন হচ্ছে না। ১৯৮৬ সালেও একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এত ব্যাপক আকারে নয়। ১৯৮৩ থেকে চেষ্টা করে ১৯৮৬তে স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপস্থিতিতেই সেই অধিবেশন হয়েছিল তবে এবারে দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক পুত্র।

এবার আসা যাক— সলতে পাকানোর গল্পে

১৯৮৬ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতেই ১২ মে শুরু হয়েছিল প্রথম ‘ঘনাদা ক্লাব’। লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অজয় হোম, রবীন বল, সিদ্ধার্থ ঘোষ, ধরণী ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেই সময়ের বহু বিশিষ্ট মানুষ। প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মোট ৪১ জন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে তো ছিলেনই। তবে শুরুরও একটা শুরু থাকে। ১৯৮৩ সালের জুলাই সংখ্যা ‘কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান’ পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ। অঙ্কের মজা, বিজ্ঞানের নানাবিধ পরীক্ষার পুস্তক প্রণেতা। ইনিই প্রথম বলেন একটা ‘ঘনাদা ক্লাব’ তৈরি করলে কেমন হয়? কারণ— ‘ঘনাদার প্রতিটি গল্পই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও কুসংস্কার বিরোধী’। এই চিঠি প্রকাশের পর প্রচুর চিঠি আসে পত্রিকা দপ্তরে। চিঠি দেন ঘনাদা-প্রেমীরা। এরপর বসে আলোচনা সভা। বেশ কয়েকবার। ঘনাদা ক্লাবের যে নিয়মাবলী তাও তৈরি করে দেন ঘনাদার স্রষ্টা স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র, যদিও আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন তখনও বহু দূর। ‘কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত হতো ঘনাদা সম্পর্কিত নানা তথ্য। যার সঠিক সংখ্যক উত্তর দিলেই ‘ঘনাদা ক্লাব’এর সদস্য হয়ে যাবেন নিজে থেকেই। এরকম চলেছিল প্রায় তিন বছর। তারপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ১২ মে ১৯৮৬ তে আনুষ্ঠানিক প্রথম অধিবেশন, যার কথা আগেই বলেছি। কিছুকাল চলল। তারপর যা হয়— ‘আমরা আরম্ভ করি - শেষ করতে পারি না’। ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ‘ঘনাদা ক্লাব’। এরপর ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর ১৫ শুরু হল নব পর্যায়। আশ্চর্যজনক ভাবে শিবরাম চক্রবর্তীর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়ির প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে - ৯০ নম্বর বাড়িতে। হ্যাঁ, ওই মেসের যাঁরা অন্য বোর্ডার ছিলেন— তাঁরা কারা-কারা জানেন— শিশির, শিবু, গৌর আর যিনি বলছেন - সুধীর। এই ঘনাদা কাহিনীর শিশির হলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং অভিনেতা শিশির মিত্র। শিবু হলেন শিবরাম চক্রবর্তী, গৌর ছিলেন তৎকালীন চলচ্চিত্র পরিচালক এবং গল্পলেখক গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু। আর সুধীর তো প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই ডাক নাম। এই ঘনাদার মেস বাড়িটি কোথায়? ঠিকানা আছে। ৭২ নং বনমালী নস্কর লেন। এই প্রতিবেদক নিজেই একদিন খুঁজতে গিয়েছিলেন ওখানে। বেহালা থানার ঠিক বিপরীতে শুরু হয়েছে বনমালী নস্কর রোড। কিন্তু না ‘লেন’ নেই। পর্ণশ্রী থানা অবধি চলে গেছে বনমালী নস্কর রোড। স্থানীয় থানাতেও খবর নিয়েছি— এরকম কোনও রাস্তা নেই।

সহসা ঘনাদা কেন? — ১

স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এক রচনায় লিখেছেন— ঘনাদাকে কী করে পেলাম? ‘নিজে যা অনুভব করি, বিজ্ঞান জগতের সেই রহস্য, রোমাঞ্চ, বিস্ময়ের স্বাদ পাঠকদের কিছু দিতে পারি কিনা দেখবার জন্যই একটু কৌতুকের সুর মিশিয়ে ঘনাদাকে আসরে নামানো।’ *আনন্দ পাবলিশার্স-‘ঘনাদা সমগ্র’, তৃতীয় খন্ড*। আবার ১৯৮৬ তে ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’-এর বিশেষ ঘনাদা সংখ্যায় স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন— ‘আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা

আছে, যে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক, ইতিহাসমনস্ক, সবার ওপরে অভিযানপ্রিয়'। এই প্রশ্ন করেছিলাম ডঃ দিলীপ সোমের নির্দেশিত ব্যক্তি 'বিভাব' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক রাহুলকে।

'প্লাটিনাম জুবিলী হচ্ছে এই বছর। সেটা কি জানেন?' প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলেন রাহুল। আমার প্রশ্ন ছিল— হঠাৎ ঘনাদা নিয়ে মেতে উঠলেন কেন আপনারা সবাই? উত্তরেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। এইটাই। তার পর রাহুল জানালেন, 'ঘনাদা নয় কেন? নারায়ণ গাঙ্গুলির টেনিদা, গৌরকিশোরের ব্রজদা, সত্যজিতের ফেলুদার সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে বলা চলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা। এই সব ক'টি চরিত্রই কিন্তু, ফেলুদা ব্যতিরেকে, একটু বাগাড়ম্বর প্রধান। কিন্তু ইতিহাসের উপস্থাপনা, ভূগোলের সম্যক চেতনা, আর্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সঙ্গে চারিত্রিক জীবনদর্শন— সব কিছুতেই থেকে কোনও কিছুতে নিরাসক্ত— এরকম একটা চরিত্র বাংলা কেন ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যেও বেশ বিরল।' রাহুল একদম শুরু থেকেই আছেন 'ঘনাদা ক্লাব'-এ। রাহুল জানালেন— 'আনন্দ পাবলিশার্স' তিন খন্ডে প্রকাশ করেছে 'ঘনাদা সমগ্র'। তাতে আছে ৬২টি বড় গল্প, চারটি উপন্যাস, একটি নাটক (নাম ' পৃথিবী যদি বাড়ত') এবং একটি ছড়াও আছে। নাম 'ঘনার বচন'। তার একটু খানি-

প্রেমেন্দ্র মিত্র।

শোনো সবাই, দিচ্ছি বলে
গুটি কয়েক সত্য,
কোন রোগে কী দাওয়াই দেবে
এবং কী বা পথ্য।

ঘনাদার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৫ সালে দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত পূজাবার্ষিকীতে— নাম 'আলপনা'। গল্পটির নাম 'মশা'। শেষ গল্পটির নাম 'মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা'। এটা প্রকাশিত হয়েছিল 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকায় ১৯৮৭ সালে। রাহুলের বক্তব্য, আশুতোষ মুখার্জির পিন্ডিদা, সুনীল গাঙ্গুলির কাকাবাবু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্ণেল নীলাদ্রী, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসি, সমরেশ বসুর গোগোল, ষষ্ঠীপদবাবুর পাণ্ডব গোয়েন্দা, আর সবচেয়ে বেশি যিনি চলচ্চিত্রায়িত— তিনি শরদিন্দুর ব্যোমকেশ। এইসব সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্ররা সকলেই অ্যাডভেঞ্চার করে, দুষ্টের দমন-শিষ্টের পালন করে। কিন্তু কারোরই ঘনাদার মতন ইতিহাস-ভূগোল এবং বিজ্ঞানে এতটা দখল নেই। ঘনাদার বয়স তাঁকে দেখলে যা মনে হতো ১৯৪৫ সালে বছর পঞ্চাশ। কিন্তু তার দুশো বছর আগের ঘটনাতেও তিনি সমানভাবে দৃশ্যমান। আর যে ইতিহাস-ভূগোল এবং বিজ্ঞান মাঝে-মাঝে অর্থনীতি, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক লাভালাভ— স-অ-ব কিছু ঘনাদার কণ্ঠস্থ। সবচেয়ে বড় কথা, ঘনাদার উপস্থাপনায় বাঙালিয়ানা। উদাসীন ভাবে তিন-চার খানা কচুরি খেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট তুলে নেওয়া— এক কথায় অনবদ্য। আর সিগারেটের সংখ্যা? কেন যে হিসাব রাখা হতো কে জানে? তবুও একটা হিসাব তো রাখা হতো।

সহসা ঘনাদা কেন? — ২

ডঃ দিলীপ সোম হাওড়া শহরের মন্দিরতলার বাসিন্দা। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৬৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা এবং ওখানে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। আমার প্রশ্ন একই ছিল। ডঃ সোম জানালেন, বহুদিন আগে একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন বেড়াতে। ওখানে গিয়ে দেখেন শার্লক হোমস— স্যর আর্থার কোনান ডায়েলের অমর চরিত্র, তাঁর বাসস্থানে একটি নীল রং-এর ফলক বসানো। ঠিকানা লেখা ২২১ বি, বেকার স্ট্রিট। ওই অ্যাপার্টমেন্টে সব কিছুই সাজানো আছে। হোমসের ছাতা, টুপি, লাঠি, ওভারকোট এমনকী তাঁর লাইব্রেরী এবং ছোট ল্যাবরেটরীটাও। ডঃ সোম তখনই ভেবেছিলেন ঘনাদার মতো একটা ইউনিক ক্যারেকটার - একমেবাদ্বিতীয়ম চরিত্র পৃথিবীতে সম্ভবত নেই। ঘনাদার যে জিওগ্রাফিক্যাল জ্ঞান, সায়েন্টিফিক ধারণা, সোশ্যাল এবং সোশিও পলিটিক্যাল ভাবনা, হিস্টোরিক্যাল চেতনা আর কার আছে? ডঃ সোম তখনই স্থির করেন আমাদের দেশে এত বড়-বড় লেখক — তাঁদের মধ্যে একজন তো এরকম সম্মান পেতেই পারেন। তখনই ছিল কুড়ি পাউন্ড অ্যাডমিশন ফি, একটি কাল্পনিক চরিত্রের বসবাসের জায়গা দেখার জন্য প্রবেশ মূল্য! বাড়ির ভিতরে শার্লক হোমসের একটি মোমের মূর্তিও আছে। ডঃ সোম বলছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকা আদ্যপান্ত পড়তেন। গ্রাহকও হয়েছিলেন। তখন তো ইন্টারনেট, গুগল কল্পনা মাত্র। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা সম্বল। এই সামান্য জ্ঞানেই পৃথিবীতে যে 'কমা' এবং 'সেমিকোলনের' আকৃতির দ্বীপ আছে— এটা ক'জন জানেন? 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকা থেকেই প্রাপ্ত যত জ্ঞান ঘনাদার। সমুদ্রের জলের উপরিভাগে একরকম স্রোত, আবার নিচের দিকে অন্যরকম— এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গাছপাল, জন্তু জানোয়ার, এত বিষয়ে জ্ঞান— ভাবা যায় না। শুধু ভাষার ব্যাপারটাই দেখুন— ঘনাদা তিমি মাছের ভাষাও জানতেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত, ল্যাটিন থেকে শুরু করে সব কটা ভারতীয় ভাষাই জানতেন ঘনাদা। আর বিশ্বের প্রধান-প্রধান ভাষা— চিনা, জাপানি, স্প্যানিশ, জার্মান, ফরাসী-সহ আফ্রিকা মহাদেশেরও কয়েকটি ভাষা জানতেন। এমনকী তাদের ডায়লেক্টও। এত সব কিছু যিনি জানেন— তাঁকে নিয়ে চর্চা হবে না? আর বিশ্বের সব রাষ্ট্রপ্রধানরাই সমস্যায় পড়লে ঘনাদাকে ডাকেন। বিদেশে তাঁর পরিচিতি 'ডস' নামে। পৃথিবীর তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানরা ঘনাদাকে নামেই চিনতেন। শুধু এই জন্যই ঘনাদাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

কেমন ছিলেন ঘনাদার স্রষ্টা?

আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব না। শুধু ঘনাদা সংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকব। প্রেমেন্দ্ররা কি করতেন? বাড়িতে বৈঠকখানা তো ছিল না। কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে, হরিশ পার্কের বেঞ্চতে বসে এইসব তর্ক চলত। প্রেমেন্দ্র নিজে একসময় থাকতেন ভবানীপুরের গোবিন্দ ঘোষাল লেনের এক মেসে। সেখানে একটা গোটা সিগারেট একজনে খেতে পারতেন না। কেটে-কেটে খেতে হতো। সেই সময় প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন—

'আমি কবি যত কামারের আর
কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের, আমি কবি যত ইতরের
আমি কবি ভাই কর্মের আর ধর্মের।'

এই প্রজ্ঞা প্রেমেন্দ্র সংক্রামিত করেছিলেন ঘনাদার ভিতর। যেমন 'চোখ' গল্পে— সামুদ্রিক ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়ার লোভে রাশিয়ার আলাস্কা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে দুষ্টু লোকেরা ওখানে উপনিবেশ তৈরি করেছিল। সেখানেও ঘনাদা নষ্ট করেছিলেন ওই দুষ্ট-উদ্দেশ্য। বা সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়া জাহাজ পোর্টে পেড্রো। সেই জাহাজে ছিল সোনার তাল। জাহাজটা ঠিক কোথায় ডুবেছে তা জানে ল্যোম্যান। তার কাছে আছে সাংকেতিক এক ম্যাপ। ওই সাংকেতিক ম্যাপ পড়তে পারেন শুধু ঘনাদা। লোভী মানুষকে ঘনাদা কিছুতেই ওই সোনা উদ্ধার করতে দেবেন না। তাই হাজার-হাজার রাক্ষুসে তিমি হাজির হয় কাউন্ট কার্ণোরার জাহাজের পাশে। ফলে কোনও ডুবুরি নামতে পারে না— সোনাও মেলে না কাউন্টের। সামুদ্রিক ভোঁদড়ের চামরার মতোই— ঘনাদা প্রকৃতিকে তার নিজের মতো থাকতে দিতে আগ্রহী। লোভী মানুষকে প্রতিহত করাই ঘনাদার জীবনের ব্রত। দূষণ বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী এক সহজ সরল সামাজিক বার্তা আছে প্রতিটি ঘনাদার গল্পে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৭ 'ঘনাদা' রাজত্ব করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের মাধ্যমে বাঙালির মনোজগতে।

ডঃ সোমের কীর্তিকলাপ

ডঃ দিলীপ সোম, আমাদের দিলীপদা ভেবেছিলেন প্রথমেই একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন। তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন www.ghanada.com নামে একটি ওয়েবসাইট আছে এবং চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের সৌরভ দত্ত নামের এক ব্যক্তি ওটি তৈরি করেছিলেন। তাঁর খোঁজ চলতে লাগল। সুদূর মেরিল্যান্ড থেকেই বন্ধু-বান্ধব মারফৎ খোঁজা। করতে-করতে দেখা গেল সৌরভ মৃত। খবরটা দিলেন প্রকাশক সৌমেন পাল। ওই ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য ছিল। ঘনাদার সমস্ত বই-এর প্রচ্ছদের ছবি, যাঁরা এঁকেছিলেন প্রচ্ছদ এবং ওই বই-এর ভিতরের অলঙ্করণ— তাঁদের সাক্ষাৎকার— সবই ছিল। এমনকী প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা সাক্ষাৎকারও

ছিল ওখানে। ১৯৮৬ সালে যাঁরা প্রথম 'ঘনাদা ক্লাব'-এর সদস্য ছিলেন, তাঁদের খুঁজে বার করার কাজ শুরু হল। ডঃ সোম নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। এবার একটা ওয়েব অ্যাড্রেস কিনে নিলেন এবং তৈরি করলেন ঘনাদা ক্লাব ডট কম। ইতিমধ্যে বর্ধমান নিবাসী একজন বৈজ্ঞানিক, যিনি গবেষণা করেন ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চে— বছরের বেশির ভাগ সময় কাটে ইউরোপের নানা দেশে— তিনি তৈরি করেছিলেন ঘনাদা ক্লাব ডট কম। কিন্তু কাজের চাপে বাৎসরিক নবীকরণ করা হয়নি। ডঃ সোম না জেনেই ওই ডোমেনে আবেদন করেন এবং অ্যাডেসটার মালিকানা পেয়েও যান। পরে গবেষক সৌবর্ণ দাস— ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনিও সৌৎসাহে সদস্য হয়ে যান 'ঘনাদা ক্লাব'-এর আন্দোলনে। এই দিকে শুরু হয়ে যায় 'ঘনাদা ক্লাব'-এর অধিবেশন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ হয় প্রথম অধিবেশন— আগেই বলেছি। অধিবেশন বসেছিল ৯০ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের এক বাড়িতে। উপস্থিতি ছিলেন প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন।

ডঃ দিলীপ সোম।

'ঘনাদা ক্লাব'-এর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা একটা সংগঠন তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে ১৫/৯/২০১৯-এ আবার ফিনিক্স পাখির মতোই বেঁচে উঠল নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং নব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি ঘনাদাকে নানা যুগোপযোগী করে সমগ্র বিশ্বের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ক্লাবের মূল লক্ষ্য। 'ঘনাদা ক্লাব' এই বিষয়ে অনেকগুলো কর্মসূচি নিয়েছে ঃ

১/ ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ তৈরি হয়েছে। ফেসবুকের মাধ্যমে সব সৃষ্টিশীল কাজগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

২/ ইতিমধ্যেই দেড়শো সদস্য বিশিষ্ট একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রতিনিয়ত ঘনাদা সংক্রান্ত বা তার বাইরেও নানা মতের আদানপ্রদান চলছে নিয়মিত।

৩/ ইউ টিউব চ্যানেল— ঘনাদার গল্পগুলোর অডিও রেকর্ডিং হয়েছে। সেটা সম্পাদিত হয়ে প্রায় ৬০,০০০ এর বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। ৬০০-র মতো সাবক্রাইবার হয়েছে। ১৬০০০ ঘন্টা সময় ধরে চলার মতো পর্যাপ্ত তথ্য-গল্প ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪/ কয়েকটি ঘনাদার গল্প ইংরাজি ভাষাতেও পাঠ করা হয়েছে, অনুবাদ করার পরে। এক্ষেত্রে 'স্পীচ টু টেক্সট' টেকনোলজী ব্যবহৃত হয়েছে।

৫/ ঘনাদা ট্রাভালগ— ৬২টি গল্পে ঘনাদা সারা পৃথিবীতে কোথায়-কোথায় গেছেন, সেই সব জায়গার মানচিত্র তৈরি হয়েছে। এটা যাঁরা ওয়েবসাইট দেখবেন— তাঁরা দেখতে পারেন।

৬/ উইকিপিডিয়া পেজ-এর জন্য প্রচুর তথ্য সংগৃহীত। কিন্তু অপ্রকাশিত। প্রকাশনার জন্য আরও কর্মীর প্রয়োজন।

৭/ গল্পগুলোর টীকাকরণ— ঘনাদার গল্পের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, ওই আবিস্কারের ঘটনা, ভৌগোলিক স্থান, নানা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ইত্যাদির সময়োচিত টীকাকরণ করা চলছে। ইতিমধ্যেই ৩০টির ওপর গল্পের টীকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

৮/ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ— ২০টি গল্পের অনুবাদ বই হিসাবেও প্রকাশিত। বাকি ৪২ বা ততোধিক গল্প ও উপন্যাসেরও চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই আরও দশটি গল্প ইংরাজিতে অনুবাদিত। অন্য ভারতীয় ভাষাতেও অনুবাদ হবে।

৯/ কমিকস্— এখনও পর্যন্ত ৬টি গল্প প্রকাশিত, তাদের নতুন আঙ্গিকে অডিও ভিস্যুয়াল রূপ দেওয়া চলছে।

১০/ মূল গল্পের স্বাদ অক্ষুন্ন রেখে নতুন গল্প লেখার জন্য সৃজনশীল লেখকদেরও খুঁজে বের করা চলছে। আপাতত পাঁচ জন এই ধরনের লেখা নিয়ে ওয়েবসাইটে আছেন। আর একটা বই হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত।

১১/ ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাক্ষাৎকার এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, অন্যদের লেখা বই, স্মরণ সংখ্যা, সাক্ষাৎকার সংকলিত করে দুই মলাটের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

১২/ ঘনাদা লাইব্রেরী এবং ঘনাদা মিউজিয়াম— যেটা গোঁড়াতেই বলেছি। লণ্ডনের ২২১বি বেকার স্ট্রিটের আদলের একটি টং-এর ওপর মেসবাড়িতে ঘনাদার বাসস্থান এবং সারা বাড়িতে ঘনাদার ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যর সংগ্রহ। এটাতে সময় লাগবে তবে চেষ্টা চলছে।

১৩/ এইসব কিছু করার জন্য প্রয়োজন একটি নিবন্ধিত সংগঠন। 'ঘনাদা ক্লাব'কে রেজিস্টার্ড একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরি করার জন্য জানুয়ারি ২০২০তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একটা পত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

আপনি কি করতে পারেন?

প্রিয় পাঠক, এই পর্যন্ত পড়ে যদি আপনার মনে হয়— আপনিও ঘনাদা ক্লাবের জন্য কিছু করতে চান— তাহলে সেটা করতেই পারেন। ঘনাদা প্রেমিকরা দু'মাস বা তিনমাস অন্তর কলকাতা শহরে কোনও মেট্রো স্টেশন নিকটবর্তী অঞ্চলে আড্ডা মারতে মিলিত হন। আপনার সাদর আমন্ত্রণ রইল ওই আড্ডায়। আর আপনার যদি (ক) ওয়েবসাইট (খ) ফেসবুক (গ) উইকিপিডিয়া (ঘ) অডিও/ভিডিও এডিটিং (ঙ) ফটোশপ ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে আপনি অবিলম্বে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া ঘনাদার গল্পের ইংরাজি এবং অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ দেখা বা প্রকাশনার অন্য কাজেও সাহায্য করতে পারেন। নিচে কয়েকটি বৈদ্যুতিন ঠিকানা দেওয়া হল। এতে যোগাযোগ করতে পারেন।

ওয়েবসাইট— **www.ghanada.com**
ফেসবুক—**www.facebook.com/ghanadaclub**
ই মেল— **ghanada.club@gmail.com**
হোয়াটসঅ্যাপ— **+91-905-105-6178**

শেষের কথা

ইতিমধ্যেই জোর কদমে কাজকর্ম চলছে। সঙ্গে এর গবেষক সৌবর্ণ দাস জানালেন এক নতুন তথ্য। বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র পরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ ৯৭৩ কোটি টাকা সমমূল্যের মার্কিন ডলার ব্যয় করে কিনেছেন টিনটিনের পুরো চিত্রস্বত্ব। টিনটিনের নানা অভিযানের ছায়াছবি তৈরির তোড়জোড় চলছে। এতে ব্যবহার করা হবে কম্পিউটার গ্রাফিক্স-এর নানা কলা কৌশল। সৌবর্ণর এটা শখ— তিনি জানালেন— থ্রি ডি অ্যানিমেশন তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন।

ডঃ দিলীপ সোম জানালেন, ঘনাদার গল্পগুলো ইংরাজিতে অনুবাদ করে পেঙ্গুইন জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রকাশনা থেকে ইংরাজি বইগুলো ছাপানো যায় কিনা— তার জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষজন, সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো চলছে। ইতিমধ্যেই ই-বুক হিসাবে ঘনাদা এসে যাচ্ছে ইউ টিউবে। এখানে বিনা পয়সায় ঘনাদার কর্মকাণ্ড পড়া যাবে। অন্য ভাষাভাষী লোক, যাঁরা হয়তো ঘনাদার নামই শুধু শুনেছেন, তারাও পড়তে পারবেন।

বেশ কিছু পেশাদার মানুষ তাঁদের পেশার কাজ সেরে অবসর সময়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন 'ঘনাদা ক্লাব'-এর কর্মকাণ্ড। এবার ঘনার বচন দিয়ে শেষ করি—

'দুনিয়াখানাই উল্টো— সোজা কথা
শোনাও যদি, বুঝবে সবাই ভুলতো।।
তিলকে যত তাল কর না, দিনে করো রাত
মুখের তোড়ে হয় যা দিয়ে হোক না বাজিমাত,
তালটা শুধু সামলানো চাই, হোয়ো না রাতকানা,
নইলে পড়ে বেঘোরে, শেষ বুঝবে ঠেলাখানা।
ঘনার বচন শোনো
সোজা হিসাব ক-জন বোঝে
উলটো করে গোনো।।

যেভাবে, যে পদ্ধতি এবং গতিতে কাজ এগোচ্ছে, তাতে খুব বেশি দেরি নেই 'ঘনাদা ক্লব'-এর নিজস্ব সংগ্রহশালা এবং পাঠাগারের। যাঁরা প্রথম থেকেই জড়িত রয়েছেন— তাঁরাই সানন্দে ঘোষণা করেছেন— সবাই আসুন, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের চরিত্র, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক 'ঘনাদা'কে সামনে রেখে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা তো করা যেতেই পারে। ■